আর্সেনিক দূষণ, নিরূপণ ও চিকিৎসা

অধ্যাপক ডাঃ হাসান মোহাম্মদ

দৈনিক ইত্তেফাক, তাং ১০ ডিসেম্বর ৯৬ ইং

পানিতে আর্সেনিক দূষণ ক্রিয়া নতুন নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পানিতে আর্সেনিকের দূষণ ক্রিয়ার জন্য মানবদেহের বিষক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারতের পশ্চিমবঙ্গে এ দূষণের খবর ব্যাপকভাবে জানা যায় অনেক আগে থেকেই। সম্প্রতি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভুগর্ভের পানিতে আর্সেনিকের দূষণ ও মানবদেহে এর মারাত্বক প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। টিউবওয়েলের পানিতে অত্যধিক পরিমাণ আর্সেনিক ধরা পড়েছে এবং সে পানি পান করার ফলে লোকজনের মধ্যে আর্সেনিকের মারাত্বক প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। রোগীদের রক্তে, নখে, চুলে পরীক্ষায় আর্সেনিকের মাত্রা অত্যধিক পরিমাণে ধরা পড়েছে। আমার চেম্বারে গত দেড় বৎসরে প্রায় ৩০ জন রোগী এ পর্যন্ত এসেছে যাদের শরীরে আর্সেনিকজনিত বিষক্রিয়া ধরা পড়েছে। গুলশানের একটা ক্লিনিক থেকে রক্ত, চল ও নখ পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে জেলাগুলো ছাড়াও অন্যান্য জেলায় খাওয়ার পানিতে বিপজ্জনক মাত্রায় আর্সেনিকের দূষণের আলামত পাওয়া গেছে এবং এ সমস্ত এলাকা থেকে রোগীর আগমন হচেছ।

চর্ম পরীক্ষায় কালো-ধোয়া ফোঁটা দাগ, হাত ও পায়ের চামড়া মোটা ও শক্ত দেখা যায়। অনেক রোগীর রক্তশূন্যতা, দূর্বলতা, হাত পা কামড়ান ও ব্যথা দেখা যায়। কোন কোন রোগীর বেলায় শুধু হাত-পা কালো দেখা যায়। হাত ও পায়ের দূর্বলতা ও জ্বালা বেশি। তবে যে বিষয়টা আমার বেশি আকর্ষণ করেছে তা হল একই টিউবওয়েলের পানি পান করে পরিবারের একজন বিষক্রিয়ায় আক্রন্ত, কিন্তু পরিবারের অন্যান্য সদস্য এতে আক্রান্ত হয়নি। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, আর্সেনিকের বিষক্রিয়া সবার বেলায় সমভাবে ক্রিয়া করছে না। আর্সেনিকের দূষণ পানিতে কিভাবে হচ্ছে এটা নিয়ে অনেক মতামত ব্যক্ত হয়েছে। সেচের জন্য অতিমাত্রায় ভুগর্ভের পানি উত্তোলনের ফলে পানির স্তর নেমে যাওয়ায় আর্সেনিকের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পানি দূষণ থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি আমাদের দেশের জন্য একটা বিরাট স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

আর্সেনিকের বিষক্রিয়ার ফলে চর্মের ক্যান্সার ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গের ক্যান্সার হতে পারে। অতএব, এর দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল লোকজনের জন্য মারাত্বক।

দেরীতে হলেও সরকার এ ব্যাপারে সজাগ হয়ে ইতিমধ্যে কমিটি গঠন করেছেন। তবে কমিটি গঠন করেই বসে থাকলে চলবে না, এর জন্য ফলোআপ করা অত্যন্ত জরুরী। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে অনেক আলাপ ও আলোচনা হচ্ছে এবং এর মাধামে আর্সেনিকের বিপদ সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে।

আর্সেনিকের উপর পিজি হাসপাতালে একটা সেমিনার হয়েছে এবং মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাতে উপস্থিত থেকে তার মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন। চিকিৎসার ব্যাপারে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যে সমস্ত টিউবওয়েলে বেশি

আর্সেনিক ধরা পড়েছে সেখানে পুকুরের পানি ফুটিয়ে পান করার জন্য বলা হচ্ছে। আবার অনেক জায়গায় গভীর নলকুপে আর্সেনিকের মাত্রা কম থাকায় সে পানি পান করতে বলা হচ্ছে। কিন্তু সেটাও আবার পরে আর্সেনিক দুষ্ট হতে পারে।

পানি থেকে আর্সেনিকের আলাদা করার ফিল্টার ভারতে ব্যবহৃত হচ্ছে। উক্ত ফিল্টার ব্যবহার সহজলভ্য করা দরকার। চিকিৎসার জন্য কার্যকরী ওষুধ আমাদের হাতে আপাতত নেই। আর্সেনিকমুক্ত পানিই একমাত্র সমাধান।